REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১২ই আশ্বিন বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 28th September 1921. | ২০শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন। ০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৲ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতেই ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস, আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত, সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং"

টাকার অষ্টোত্তর শত-নাম।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। টাকার যত প্রকার নাম হইতে পারে তাহা কৌশলে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া হাসিবেন ও বন্ধু-বান্ধবকে দেখাইবার ও হাসাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবেন না। মূল্য মাত্র /০ এক আনা। /১০ ছয় পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া যায়।

ম্যানেজার জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১২ই আশ্বিন বুধবার ১৩২৮ সাল।

কেরাণী বাবুদের বেতন।

—:০:—

সরকারী অফিস সমূহের কেরাণী বাবুদের বেতন বৃদ্ধির জন্য যে কমিটি বসিয়াছিল তাহা বোধহয় অনেকেই জানেন। ব্যবস্থাপক সভায় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিনিষ্ট্রিয়াল অফিসারগণের কনফারেন্সে যে হারে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল সেই হারেই বেতন ধার্য্য করা হউক এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথা মতই কার্য্য হইবে। বেতন শীঘ্রই বর্দ্ধিত হারে কেরাণী বাবুরা পাইতে পারেন।

ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা।

—:০:—

আগামী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উক্ত পরীক্ষার্থীগণকে বিলাতে না গিয়া ভারতেই পরীক্ষা দিবার অধিকার দেওয়া হইবে। তবে বিলাতী সিবিলিয়ান আর দেহাতী সিবিলিয়ানে দরের তফাৎ থাকিবে কিনা তাহা জানা যায় নাই!

জ্বর।

—:০:—

মা আনন্দময়ী আসিতেছেন। জঙ্গিপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহে আনন্দের সূচনা দেখা গিয়াছে। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দুই একটী করিয়া জ্বর রোগী দেখা যাইতেছে। অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে কে কাহাকে জল দেয় এমন অবস্থাও হইয়াছে! গত বৎসর বেশ ছিল এবারে ম্যালেরিয়ার জোর খুব বেশী।

আদালত বন্ধ।

—:০:—

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর কাছারী হইয়া মুন্সেফী এবং ৬ই অক্টোবর হইতে ফৌজদারী আদালত দুর্গা পূজা উপলক্ষে বন্ধ হইবে। সেপ্টেম্বর মাসের বেতন লইতে হইলে বাবুদের আরও দিন তিনেক অপেক্ষা করিতে হইবে।

জগতাই গ্রামে প্রাত্যহিক পোষ্টবন্ধ।

—:০:—

এই জেলার পোষ্টাল ইনেস্‌পেক্টর মহাশয় এক নূতন আইন জারী করিয়া জগতাই গ্রামের অধিবাসিগণকে এক বিষম অসুবিধায় নিক্ষেপ করিয়াছেন। জগতাই অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ভদ্রপল্লী, সম্প্রতি ইহা নিমতিতা ডাকঘরের অধীন। বাঙলায় ডাক-বিভাগ যত পুরাতন, এই নিমতিতার ডাকঘরটি তত পুরাতন। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল "অরঙ্গাবাদ-ডাকঘর"। এবং ইতিপূর্ব্বে জগতাই গ্রামেই ডাকঘরটি অবস্থিত ছিল। সম্প্রতি অফিসটী নিমতিতায় স্থানান্তরিত হইয়া নিমতিতা নাম ধরিয়াছে। যাহা হউক তবু জগতাই বর্ত্তমান ডাকঘর হইতে মাত্র ৭।৮ মিনিটের রাস্তা; এবং একাল পর্য্যন্ত ১নং পোষ্ট-ম্যানের দ্বারাই এ গ্রামে প্রত্যহ ডাক বিলি হইয়া আসিয়াছে। আর এই প্রাত্যহিক ডাক বিলি বঙ্গে ডাক-বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু অধুনা উপরি উক্ত ইনেস্‌-পেক্টর মহাশয়ের হুকুমে পিওন দ্বারা এই প্রাত্যহিক ডাকবিলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রবিবারে এবং বন্ধের দিনে এই গ্রামে আর পিয়ন আসে না। এই ব্যবস্থা অভূতপূর্ব্ব এবং অচিন্তনীয়। জগতাই গ্রামে প্রতিদিন অসংখ্য পত্র, সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, মনিঅর্ডার এবং রেজিষ্টারী বিলি হইয়া থাকে। এ অবস্থায় অধিবাসী ভদ্রলোকগণের যে কি অসুবিধা ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিলে স্থানীয় জনসাধারণের এই ঘোর অসুবিধা সহজেই বিদূরিত হইতে পারে।

বাড়ালা হাইস্কুল মঞ্জুর।

—:০:—

'সাধিলেই সিদ্ধি' এই কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাড়ালা ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লী-সমূহের অধীবাসীবর্গের সমবেত যত্নে বাড়ালা এম, ই স্কুল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। সরকারের শ্রীমুখ হইতে উহা 'হাইস্কুল' আখ্যা পায় নাই। আজ দিন দুই হইল শিক্ষা বিভাগ উক্ত বাড়ালা স্কুলকে দুই বৎসর মিয়াদে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সমাজভুক্ত করিয়া লইলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দেই উক্ত স্কুল হইতে মাতৃকুলেসন পরীক্ষা দেওয়া চলিবে।

পরলোকে রেভাঃ কালীপ্রসন্ন।

—০—

খাগড়া এল, এম, এস স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক বহরমপুরের আদর্শ চরিত্র স্বনাম-ধন্য রেভারেণ্ড কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আর ইহ জগতে নাই। গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে তাঁহার পবিত্র আত্মা শোক তাপ-ক্লিষ্ট নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিরশান্তি ভোগ করিবার নিমিত্ত অমরধাম গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে এক ভীষণ শোক-বার্ত্তা সহর মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। কলেজিয়েট স্কুল, মিশনারী স্কুলে শোকবার্ত্তা পৌঁছামাত্র স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ স্কুলের কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছিল।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের সম্মিলনে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সচিব মাননীয় সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ।

সমবেত সজ্জনমণ্ডলী—

আজ আপনারা আমার আমন্ত্রণে এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাগ্রহে অভিনন্দিত করিতেছি। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার সমস্যাসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সংবাদপত্র সকলের প্রতিনিধিগণের সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। এই ভাবের সভা ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে গবর্ণমেণ্ট গণতন্ত্রের লোকমতের অনুরাগী হইয়াছেন, জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাহাদের অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

এ দেশে সংবাদপত্র সমূহের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উহাদের দায়িত্বও অধিকতর ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে। এ ক্ষেত্রে আমার লর্ড রিপণের একটা স্মরণীয় উক্তির কথা মনে পড়িল। গত ১৮৮০ কি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ইউনিভারসিটির চান্সেলারের পদ অলঙ্কৃত করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, যে ভারতেওভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্টের উপর লোকমতের প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে—লোকমত উপেক্ষা করা চলিবে না। এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে সফল হইবার সময় আসিয়াছে। এ দেশে এখন একটা নূতন যুগের নূতনঃ অবস্থার সূচনা হইয়াছে। এ সময়ে আপমাদিগকে লোকমত গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই আপনাদের

বাহির হইয়াছে! বাহির হইয়াছে!!

সেটেলমেণ্ট মুস্কিল আসান।

—০—

দেশে সেটেলমেণ্ট আসিয়াছে জানেন তো। কি জমিদার, কি প্রজা এই সেটেলমেণ্ট-ভীতি কাহারও কম হয় না। সেটেলমেণ্টের সময় আপন গণ্ডা বুঝে নেবার আক্কেল পাইবার একখানা বই জঙ্গিপুরের নলিনাক্ষ বাবু উকীল বাহির করিয়াছেন। বই খানির নাম 'সরল সেটেলমেণ্ট সহচর'। ইহাতে অল্প লেখা পড়া জানা লোকও আপন গণ্ডা বুঝে নেবার হদিশ পাইবেন। জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করুন। মূল্য ১৲ ভিঃ পিঃতে ১।৵০

প্রধান কর্ত্তব্য এবং এ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আমি আপনাদিগকেআজ আনন্ত্রণ করিয়াছি।

দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। এ বিষয়ে মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে আমাদের রাজনৈতিক আলোচনার মত নানাবিধ মতভেদ ও তর্কবিতর্কের মধ্যে পড়িতে হইবে না। এ ক্ষেত্রে মূল সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত এবং অন্যান ছোট খাট বিষয় অধিকাংশ সম্বন্ধেও আমাদের মতভেদ নাই। খুব সামান্য ও তুচ্ছ বিষয়েই আমাদের একটু আধটু মতভেদ আছে মাত্র। আমরা সকলেই স্বীকার করি যে দেশের স্বাস্থ্যই জাতীয় সাফল্যের ও উন্নতির প্রধান কারণ। আমরা আরও জানি যে আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্য যেমন হওয়া উচিত তেমন নহে। সকল সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিই একবাক্যে স্বীকার করেন এবং আমরাও সকলেই জানি যে এ প্রদেশে এমন কতকগুলি রোগ বর্ত্তমান আছে যাহার আক্রমণে শত সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যাহারা এ রোগের আক্রমণে বাঁচিতেছে তাহারা দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে এবং আমরা জানি যে প্রতীকারের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে ঐ সকল ব্যাধি দূর করা যাইতে পারে কিম্বা উহাদের সঙ্কোচ সাধন করা যাইতে পারে। প্রতীকারের ব্যবস্থা কি হইবে সে সম্বন্ধেও আমরা প্রায় সকলেই একমত। জাতীয় মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতে হইলে মতের এতটা ঐক্যতা ঘটে না। যখন এতটা মতৈক্যতা ঘটিয়াছে আমারি আশা হয় যে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ পরস্পরের সহযোগতা করিবেন এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এই জাতীয় বিপদ ও জাতীয় শত্রু দূর করিবার চেষ্টা করিবেন।

এ শত্রু সকল সময়েই আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, অপ্রতিহতভাবে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়জনকে নির্ম্মমভাবে কাড়িয়া লইতেছে। কলেরায় ম্যালেরিয়ায় দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে যত লোক মরিতেছে তাহার তুলনায় ইতিহাস বিখ্যাত বহুলোক ক্ষয়কারী যুদ্ধের মৃত্যুসংখ্যাও নগণ্য মাত্র। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া এই ধ্বংসলীলা চলিতেছে। যখন আমরা একটা মরীচিকার জন্য বাদবিসম্বাদে মত্ত তখন আমাদের দেশে মৃত্যু তাহার করাল ছায়া বিস্তার করিয়াছে এবং আমাদের দেশবাসীকে গ্রাস করিতেছে। আপনারা কি বুঝিতে পারিতেছেন যে আমরা একটা ধ্বংসোন্মুখ জাতি? এই গভীর অর্থপূর্ণবাণী ভাষার আড়ম্বর মাত্র নহে—ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ ১৯১৯ সালের বাঙ্গালার জন্ম মৃত্যুর একটা বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে তাহা পড়িয়া শুনাইতেছি:—

১৯১৯ সালের বঙ্গদেশের জন্মমৃত্যুর হিসাব।

জেলার নাম।	হাজারকরা জন্মের হার।	হাজারকরা মৃত্যুর হার
বর্দ্ধমান বিভাগঃ—		
১। বর্দ্ধমান	২১·২	৫০·৫
২। বীরভূম	২৩·৭	৬২·৩
৩। বাঁকুড়া	২৫·০	৩৬·৫
৪। মেদিনীপুর	২৪·২	৪০·১
৫। হুগলী	২১·৫	৩৬·১
৬। হাবড়া	২৭·০	৩৫·১
প্রেসিডেন্সী বিভাগ :—		
৭। ২৪শ-পরগণা	২২·৫	৩৩·৪
৮। কলিকাতা	১৮·৫	৪২·২
৯। নদীয়া	২৫·৬	৪৩·০
১০। মুরশিদাবাদ	২৮·৯	৪৭·৩
১১। যশোর	২১·০	৩০·২
১২। খুলনা	২৭·৮	৪১·২
রাজসাহী বিভাগ :—		
১৩। রাজসাহী	৩২·৮	৪১·৫
১৪। দিনাজপুর	৩১·৬	৪৩·৭
১৫। জলপাইগুড়ি	৩২·৪	৪২·৬
১৬। দারজিলীং	৩০·০	৪৮·৪
১৭। রংপুর	৩২·৪	৩৩·৪
১৮। বগুড়া	২৮·৫	২৭·৯
১৯। পাবনা	২৫·৭	৩৬·১
২০। মালদহ	৩০·৫	৩৯·০
ঢাকা বিভাগ :—		
২১। ঢাকা	৩০·৫	২৭·৮
২২। ময়মনসিংহ	২৭·৩	২৭·৭
২৩। ফরিদপুর	৩০·১	২৮·৯
২৪। বাখরগঞ্জ	২৯·৮	৩৪·৭
চট্টগ্রাম বিভাগ :—		
২৫। চট্টগ্রাম	৩০·৩	৪১·৪
২৬। নোয়াখালী	৩২·৮	৩৩·৪
২৭। ত্রিপুরা	২৭·৮	২৯·৪

এ তালিকা আপনারা দেখিলেন। ইহার সহিত ১৯১৯ সালে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জন্মমৃত্যু হারের সহিত তুলনা করুন, অথচ এই মহাযুদ্ধের পর ইংরাজ জাতি তখন শ্রান্ত, স্থবির।

	হাজারকরা জন্মের হার।	হাজারকরা মৃত্যুর হার।
বৃটিশদ্বীপপুঞ্জ বা যুক্তরাজ্য	১৯·০	১৪·৩
বঙ্গদেশ	২৭·৫	৩৬·২

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে তালিকা এইমাত্র আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম তাহা হইতেই বুঝা যায় যে এ দেশের মৃত্যুসংখ্যা কত ভয়াবহ। ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে এবং আমার মতে এ কর্ত্তব্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। মানসিকই হউক আর নৈতিকই হউক কিংবা বানিজ্যবিষয়েই হউক, যে জাতীর উন্নতির কথাই বলুন না কেন, স্বাস্থ্য, শারীরিক পটুতা এবং লোক সংখ্যার বৃদ্ধিই জাতীয় জীবনকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত করিবার মূল উপাদান। এ তালিকার বিবরণ ভয়াবহ, এ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা প্রয়োজন এবং আমার আশা আছে যে সকলেই এ অবস্থার প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইবেন। মাত্র তিনটি জেলা ব্যতীত, ফরিদপুর, বগুড়া ও ঢাকা, আর সকল জেলাতেই জন্মের হারের অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক; ময়মনসিংহে প্রায় সমান সমান। কোন কোন জেলায় বিশেষতঃ বর্দ্ধমান বিভাগের বীরভূম ও বর্দ্ধমানের মৃত্যুর হার জন্মের হারের দ্বিগুণেরও বেশী। আপনারা সংবাদপত্র সমূহের প্রতিনিধি, আপনারা লোকমত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন, আপনারা কি এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকিতে দিবেন, না লোকমতকে জাগরিত করিয়া এই কঠিন সমস্যা দূর করাই আপনাদের কর্ত্তব্য, বলিয়া বিবেচনা করিবেন? বাঙ্গালার পক্ষে এই স্বাস্থ্য সমস্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা, ইহার তুলনায় অন্যান্য বিষয় নগণ্য মাত্র। বাঁচিব কি মরিব—ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া একটা ধ্বংসোন্মুখ জাতি হইয়া পড়িব, না স্বাস্থ্য শক্তি লাভ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সদগুণের অধিকারী হইয়া একটা সমৃদ্ধিশালী জাতি বলিয়া পরিচিত হইব? ইহাই আমাদের সমস্যা এবং আপনারাই এ সমস্যার সমাধান করিবেন।

ক্রমশঃ

কেবল দেড় টাকায়
প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন।
এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন।

PAID.
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। ওয়ার্ড ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্টাম্প।
২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত।
৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।
৪। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে।
৫। পকেট প্রেস-A হইতে Z সমস্ত অক্ষর আছে।
৬। পিতলের শিলমোহর-পিতলের হাণ্ডেল যুক্ত রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতেও ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়।

আর, এন, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার্স
৩৮।৪নং হ্যারিসন রোড—কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাক /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদিকর রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৵

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

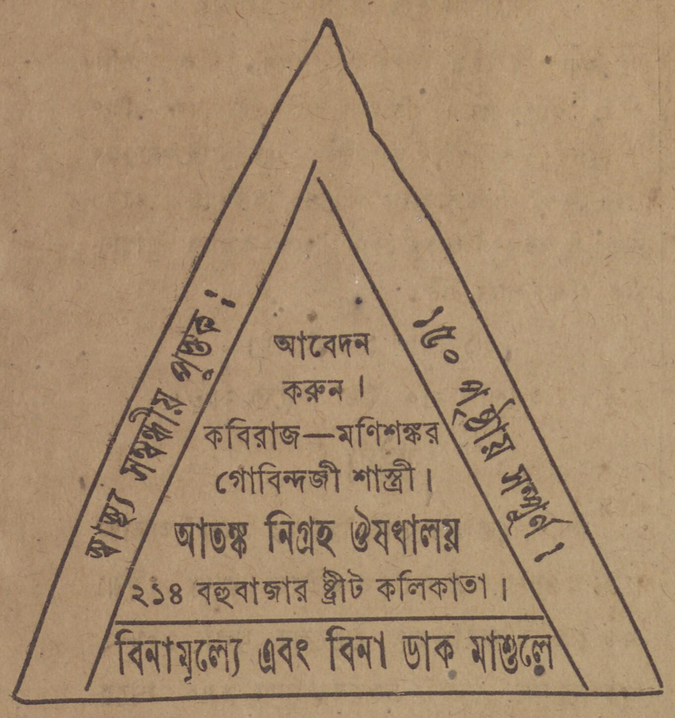

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৷৵০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ৷৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

সুলোচিত সালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় থাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।
(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ